দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার নামে কি হচ্ছে?

আব্দুল গফুর

সরকার কি শেষ পর্যন্ত বিজাতীয় শক্তির উপরই জাতি গঠনের মূল দায়িত্ব অর্পণ করতে চান? চারদিকে দেখেশুনে কিন্তু তেমনটাই মনে হচ্ছে। শিক্ষাকে বলা হয় জাতি গঠনের কারখানা, আর শিক্ষককে জাতি গঠনের কারিগর। শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের জনকেরা তাদের পিতা। তবে তার মানব গঠন হয় শিক্ষকদের হাতে বলে তাদেরকে বলা হয় শিক্ষার্থীদের মানস-পিতা।

এই শিক্ষারও আবার পর্যায় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ কিছুটা মানস গঠনের পরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে। তার তুলনায় উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী তরুণ থাকে। একেবারে কচি-কাঁচা বয়সে স্কুলে ভর্তি হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। আর এই পর্যায়ে কোন ছেলে বা মেয়ে যে শিক্ষা পায় তার প্রভাব পড়ে তার সারা জীবনে। শিশুদের মন কাদার মত নরম বলে এ বয়সে তার মানস গঠন যেভাবে হবে তার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে সাধারণত সারা জীবনেও সম্ভব হয়ে উঠে না।

এ কারণেই যেসব বিজাতীয় শক্তি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ধ্বংস করতে চায় তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার আগ্রহ একটু বেশী মাত্রায়ই। ইংরেজ শাসনামলে আমাদের শৈশবকালে আমরা দেখেছি, কীভাবে আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি ভুলিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতি শিক্ষাদানের কত রকমারি কসরৎ চালানো হত। দেশে যখন ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরদার হয়ে ওঠে তখন তার সাথে সাথে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য চেতনা জোরদার হয়ে উঠায় তারা পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান আমলে তারা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নাকগলাতে তেমন মওকা পায়নি।

বাংলাদেশ আমলে সত্তরের দশকের প্রথমদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের নামে নাকগলানোর সুযোগ লাভ করে নানা বিদেশী সংস্থা। প্রথম প্রথম তারা এসেছিল সমাজসেবার নামে। কিন্তু তাদের সমাজসেবার বুলির পেছনে যে ভিন্নরকম মতলব ছিল তা ধরা পড়ল অচিরেই, যখন একটি বিদেশী সমাজসেবা সংস্থার এক গোপন চিঠিতে ধরা পড়ল যে, ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে প্রভু যীশুখৃষ্টের বাণী প্রচারের না-কি মোক্ষম সুযোগ পাওয়া গেছে। ঐ চিঠিতে সারা দুনিয়া থেকে প্রভু যীশুর অনুসারীদের ডাক দেয়া হয়েছিল বাংলাদেশে সমবেত হয়ে এ দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে। সেদিন অনেকের বিশ্বাস হয়নি যে, সত্যি সত্যি সারা দুনিয়া থেকে এভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসবে এই বিদেশী সেবকগোষ্ঠী। কিন্তু আজ আর কেউ তাদের সে আহবানকে অবিশ্বাস করতে পারবে না। এই সেবকগোষ্ঠী ইতোমধ্যেই এ দেশে সেবক হিসাবে ঢুকে এখন প্রভু হিসাবে যত্রতত্র নাকগলানো শুরু করেছে এবং স্বভাবিকভাবেই এদের নাকগলানোর একটা প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা। কারণটাও অতি সুস্পষ্ট ঃ এরা এদের প্রভুদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলে প্রাথমিক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

অতীতে পররাজ্য গ্রাসের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা হাসিল করত। বর্তমান যুগে এটা সম্ভব নয়। এতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষ দুর্নাম হয়। সুতরাং বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা চরিতার্থ করে ভিন্ন পথে ঃ কারিগরি সাহায্য দানের নামে, ঋণের নামে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মের ব্রেন ওয়াশের প্রক্রিয়ায়। শিশু-কিশোরদের কচি বয়সেই তাদের নামে জাতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের চেতনা বিনষ্ট করে দেয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে শেকড়বিহীন হয়ে গড়ে উঠবে তাতে বিজাতীয় তথা বিদেশী প্রভুদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কার্যকর করার পথে উজ্জ্বল সম্ভাবনা। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমাজসেবার আলখেল্লাধারী একশ্রেণীর বিদেশী মদদপুষ্ট এনজিও দেশে নিরক্ষরতা দূর করার নামে তাদের বিশেষ ধরনের শিক্ষা কর্মসূচী কার্যকর করে চলেছে। এখানে উল্লেখ্য, আমরা কিন্তু ঢালাওভাবে এনজিওবিরোধী নই। দেশে বর্তমানে বেশ কয়েক ধরনের এনজিও রয়েছে। কিছু এনজিও সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে দেশীয় অর্থায়নে কাজ করছে। আর কিছু এনজিও বিদেশী অর্থ সাহায্য লাভ করলেও তার নীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এ দেশের জনগণ ও সরকারের দ্বারা। এদের সংখ্যা এখন খুবই কম। এসব বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিওগুলোর অধিকাংশই নীতি ও কর্মসূচী প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তথাকথিত সাহায্যদাতা দেশ-বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার দ্বারা। দেশের জনগণের আশা-আকাংক্ষা, সাংস্কৃতিক চেতনা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণ- কোন কিছুর প্রতিই তাদের আস্থা বা তোয়াক্কা নেই। বিদেশী সাহায্যদাতাদের মাধ্যমে নীতি-নির্ধারণ ও কর্মসূচী পরিচালনার নামে তারা কার্যত সমান্তরাল সরকার পরিচালনা করছে এবং বিজাতীয় চিন্তাধারায় আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মন-মগজ ধোলাইয়ের পাকা ব্যবস্থা করছে। দুঃখের বিষয়, সরকারও জাতির প্রতি তাদের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে এদের হাতে লাখ লাখ শিশু-কিশোরের মগজ ধোলাইয়ের বিজাতীয় পরিকল্পনা কার্যকর করার ব্যবস্থায় সায় দিয়ে চলেছে।

দেশে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার নামে বিদেশী মদদপুষ্ট এসব এনজিও নিজস্ব সিলেবাস, নিজস্ব বই-পুস্তক এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে যে শিক্ষাদান কর্মসূচী চালু করেছে তাতে দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতির বারটা বাজানোর পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে এ দেশে হাজার বৎসর ধরে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের যে ঐতিহ্যবাহী ফোরকানিয়া মকতব/মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা চলে আসছে, বিদেশী মদদপুষ্ট এসব এনজিও যেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যে বিশেষ পরিকল্পনামাফিক কাজ করে যাচ্ছে, তা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর ফল হবে এই যে, আগামীতে এ দেশ থেকে ধর্মীয় শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উঠে যাবে। জনগণ ধর্মীয় শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ থেকে হবে বঞ্চিত।

আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি, এসব ব্যাপার শুধু সরকারের নাকের ডগায়ই ঘটছে না, অনেক ক্ষেত্রেই একশ্রেণীর প্রভাবশালী রাজনীতিক ও আমলারও এতে দেখা যাচ্ছে রহস্যজনক পর্যায়ের গভীর আগ্রহ। আমরা বুঝি না শিক্ষা এবং বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি ও কার্যক্রমের বাইরে বিদেশী শক্তিকে তাদের পরিকল্পনামাফিক সিলেবাস। শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয় কাদের স্বার্থে? ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি তথাকথিত আধুনিক দেশেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অথচ সে দেশের সংবিধানে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার বিশ্বাস সংযোজিত রয়েছে এবং দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সে দেশের শিক্ষা বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণে তুলে দেয়া কোন্ জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে সম্ভব হয়েছে। দেশে আবহমানকাল থেকে সরকারের সামান্যতম সাহায্য নিয়ে যে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা ধ্বংস করার চক্রান্তে বিদেশী মদদপুষ্ট এনজিওগুলোকে মদদ না যোগালেই কি সরকার চলত না? এখনও কি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খোঁজ নিয়ে দেখবেন, প্রশাসনের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কোন নব মীরজাফরদের প্রভাবে জাতীয়তাবাদী সরকারের হাত দিয়ে জাতি-ধ্বংসী এসব ন্যক্কারজনক অপকর্ম সাধিত হচ্ছে?

বিদেশী সাহায্যদাতাদের কথাই যদি বলা হয়, তাহলে বলতেই হয় পশ্চিমা শিবিরের যেসব তথাকথিত দাতা দেশ সমাজসেবার আলখেল্লা পরে আমাদের কচি-কাঁচা শিশু-কিশোরদের অন্তর থেকে জাতীয় সংস্কৃতি চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারা কি বিনা স্বার্থে বিনা মতলবে এই শিক্ষা কর্মসূচী বাংলাদেশে চালিয়ে যাচ্ছে। এসব পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠীই তো বসনিয়ার মুসলিম নিধনে সার্ব পশু-শক্তিকে সর্বপ্রকারে মদদ যুগিয়ে চলেছে। বসনিয়ায় কয়েক লক্ষ মুসলিমের হত্যাযজ্ঞে অর্ধ লক্ষাধিক মুসলিম রমণীর গণধর্ষণে পরোক্ষ মদদ যুগিয়েছে কারা? বাংলাদেশ সরকার যদি এখনও এসব তথাকথিত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী নরপিশাচদের মতলব না বুঝে থাকেন, তাহলে তার জন্য কঠিন মূল্য দিয়েই একদিন তা বুঝতে হতে পারে।